পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ২য় হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা

৩০শে শ্রাবন, ১৩৮০ বাং : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৩, ইং : ১৫ই জহুর, ১৩৫২ হিজরী শামসী

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহমদী

২৭শ বর্ষ
২য় হইতে ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
॥ কোরআান করীমের অনুবাদ	১	অনুবাদক : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
॥ হাদীস শরীফ	২	
॥ অমৃত বাণী	২	হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)
॥ জুমার খোৎবা	৩	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ
॥ আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের নিদর্শন	১২	মৌঃ মোহাম্মাদ আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস		
॥ একটি দুঃসংবাদ এবং দোওয়ার আবেদন	২৩	
॥ বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক এজতেমা এবং তালীম-তরবীয়তী ক্লাশ	২৫	মৌঃ মতিউর রহমান মোতামাদ (সাধারণ সম্পাদক) বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, ঢাকা।
॥ দোওয়ার আবেদন		

জরুরী এলান

আহমদীর গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, কাগজ, কালি ও আনুসাঙ্গিক অন্যান্য জিনিষের দুর্মূল্যের দরুন, চলতি বৎসর (অর্থাৎ মে মাস) হইতে আহমদীর বাৎসরিক চাঁদার হার ৬৲ টাকা হইতে বর্দ্ধিত করিয়া ১০৲ টাকা করা হইয়াছে। ছাত্র ও তবলিগী কনসেশনে অর্দ্ধেক মূল্য অর্থাৎ বাৎসরিক ৫৲ টাকা হারে চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে।

গ্রাহক ভ্রাতাদের অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যেন সত্বর উপরোক্ত হারে চাঁদা পাঠাইয়া আহমদীকে রিতীমত প্রকাশের পথে সহযোগীতার হস্ত প্রসারিত করেন।

ম্যানেজার,
পাক্ষিক আহমদী।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ২৭শ বর্ষ ২য় হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা :
৩০শে শ্রাবন, ১৩৮০ বাং : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৩, ইং : ১৫ই জহুর, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

[সূরা তা'হা ; আয়াত ১২৯—১৩১]

ইহাতে কি তাহাদের পথের নির্দেশ লাভ হয় নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তী কত জাতিকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহাদের বাসস্থান সমূহে তাহারা (এখন) চলাফেরা করে। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

যদি তোমার রবের পক্ষ হইতে একটি পূর্বোক্তি না থাকিত এবং এক মেয়াদ নির্দিষ্ট না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী হইত।

সুতরাং তাহারা যাহা বলিতেছে, তুমি তাহার উপর সবুর কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং পরে তোমার রবের প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষনা কর এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং দিনের সকল অংশে (তাঁহার) পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাক, যাহাতে তুমি (তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া) আনন্দিত হইতে পার।

অনুবাদ—আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

হাদিস শরীফ

মুসলমান কে ?

১। সেই ব্যক্তি মুস্লিম যাহার হস্ত এবং জিহ্বা হইতে অন্য মুস্লিমগণ নিরাপদ।
(বুখারী)।

২। এক ব্যক্তি নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, মুস্লিমগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? তিনি উত্তর দিলেন, সেই ব্যাক্তি যাহার জিহ্বা এবং হস্ত হইতে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ। (মুস্লিম)

৩। রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ আমাদের নামায পড়ে কা'বার দিকে মুখ করিয়া এবং আমাদের যবেহ্ করা প্রাণী (-র মাংস) খায়, সে মুসলিম, যাহার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর এবং রসুলের উপর। অতএব আল্লাহ্র দায়িত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।
(বুখারী)

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি যে, তিনি সমস্ত জগতের খোদা এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোন খোদা নাই। কেমন সর্ব শক্তিমান, চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণ কারী (কাইয়ুম) সেই খোদা, যাঁহাকে আমি লাভ করিয়াছি! কি মহা শক্তি ও নৈপুন্যের অধিকারী সেই খোদা যাঁহাকে আমি দর্শন করিয়াছি! সত্য ইহাই যে তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। কেবল উহাই তিনি করেন না যাহা তাঁহার প্রদত্ত কেতাব এবং প্রতিশ্রুতির বিরোধী।..... ...

তুমি যখন দোয়া করার জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তোমার খোদা সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করিলে তোমার প্রার্থনা গৃহীত হইবে এবং তুমি খোদাতায়ালার মহাশক্তির নিদর্শন সমূহ দর্শন করিবে, যেরূপ আমি দর্শন করিয়াছি। আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি, কাহিনী স্বরূপ নয়।"
(কিস্তিয়ে নূহ)

জুমা'র খুতবা

সৈয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

রবওয়া মোকামে ১৯৭৩ ইং সনের ৪ঠা মে তারিখে প্রদত্ত

একজন মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট সকল শর্তকে জামাতে আহমদীয়া পূর্ণ করে।

ইহা সত্বেও যদি কোন অজ্ঞ ব্যাক্তি তাহাদিগকে গয়ের মুসলিম আখ্যা দেয়, তাহা হইলে সে বস্তুতঃ পক্ষে খোদার মোকাবেলায় খাড়া হয়।

ইহা খোদার ফয়সালা যে আহমদীয়তের দ্বারা পৃথিবীতে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সাধিত হইবে। দুনিয়ার কোন শক্তি এই ফয়সালাকে বানচাল করিতে পারিবে না।

যে খোদার উপর আমরা ভরসা করি, তিনি কখনও বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন না কারণ তিনি সত্য প্রতিজ্ঞাকারী খোদা।

গত ৩০শে এপ্রিল সকালে যখন আমি খবরের কাগজ খুলিলাম, তখন উহাতে আজাদ কাশ্মীর এসেমব্লির এক গৃহীত প্রস্তাব দেখিলাম। "ইমরোজ" পত্রিকায় খবরটি নিম্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল :

" **আযাদ কাশ্মীরে আহমদীগণকে গায়ের মুসলিম সাব্যস্ত করা হইয়াছে।**

মীরপুর ২৯শে এপ্রিল—অদ্য আজাদ কাশ্মীর এসেমব্লী সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। উহাতে আহমদীগণকে গয়ের মুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং আজাদ কাশ্মীরে আহমাদীয়া মতবাদের প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "

অনুরূপ সংবাদ "নওয়ায়ে ওয়াক্ত" "মুসাওয়াত" "পাকিস্তান টাইমস" এবং "মগরবী পাকিস্তান" পত্রিকাগুলিতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। আসলে এই সংবাদ মিথ্যা। উক্ত আকারে কোন প্রস্তাব পাশ হয় নাই। যে আকারে পাশ হইয়াছিল উহা আমি এখনই বলিব।

প্রশ্ন এই যে সরকারের তথ্য ও প্রচার দপ্তরের সহিত যে সকল সংবাদ পত্র ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখে, উহারা কেন এই সংবাদটি ফলাও করিয়া প্রকাশ করিল? ইহার দায়িত্ব হয় উক্ত দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট অফিসারের উপর পড়ে, অথবা সরাসরি ঐ খবরের কাগজগুলির উপর পড়ে, যাহারা মনে করিয়াছে, যত ইচ্ছা তাহারা মিথ্যা লিখুক না কেন, তাহাদিগের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিবার কেহ নাই! তাহারা এ কথা বুঝে না যে, মানুষ যখন নিজেকে মানুষের কাছে হিসাব নিকাশের দায় হইতে মুক্ত মনে করে, তখন খোদা চাহিলে আকাশ হইতে তিনি এই সকল লোক বা লোকের দলের হিসাব লইয়া থাকেন।

আমি পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে আকারে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা ঠিক নহে। আহমদীগণকে গয়ের মুসলিম সংখ্যা লঘু সাব্যস্ত করিয়া না কোন বিল পাশ হইয়াছে, না আহমদীগণের প্রচারের উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। আরও একটি সংবাদ মনে হয় "নওয়ায়ে ওয়াক্ত" এবং "মগরেবী পাকিস্তান" পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আহমদীগণকে গয়ের মুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন করা হউক। সংবাদটির সম্বন্ধে কাহারও প্রকৃত তথ্য জানা না থাকার কারনে যেখানেই ইহা পৌছিয়াছে, সেখানেই ইহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। জামাত সমুহ ইহার বিরুদ্ধে অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। আমরা সাধারণতঃ এই প্রকার বাজে কথায় কোন গুরুত্ব দিই না এবং এগুলি উপেক্ষা করিয়া যাই। ইহা যদি কোন গোপন কথা হইত, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আমার কোন কিছু বলিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু যেহেতু এই সংবাদ কোয়েটা হইতে করাচী এবং করাচী হইতে পেশাওর পর্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছে এবং ইহা আর গোপনের বস্তু নহে যে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে বা ইহার সঠিক এবং বৈধ সমালোচনা করিলে কোন প্রকার ফেৎনার সৃষ্টী হইতে পারে এখন সব কিছু জাতির সম্মুখে আসিয়াছে, অতএব এখন এ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যাহাতে ফেৎনা দমন হইয়া যায়।

মোট কথা যে কোন আহমদী ভ্রাতা এই সংবাদ পড়িয়াছে, তাহার মনে গভীর দুঃখ এবং ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। সেই জন্য বন্ধুগণ আমাকে ফোন করিয়াছে, আমার নিকট লোক পাঠাইয়াছে, পত্র লিখিয়াছে এবং তার দিয়াছে। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পত্র-তার দ্বারা নিজদিগকে খেদমতের জন্য পেশ করিয়াছে এবং কুরবানীর প্রয়োজন হইলে তাহারা কুরবানী দিতে প্রস্তুত বলিয়া জানাইয়াছে। বিভিন্ন পন্থায় যে সব বন্ধু আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাবের প্রকাশ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ইহাই বুঝাইয়াছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে বুদ্ধি, বিচক্ষনতা, সম্মান ও মর্যাদা দিয়াছেন। সুতরাং পূর্ণভাবে প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া আমাদের কোন কিছু বলা চলে না। আলোচ্য প্রস্তাবের ভাষা কি? কাহারা ইহাতে শামিল ছিল? "পাকিস্তান টাইমস" ছাড়া

বাকি পত্রিকাগুলিতে কেন এই সংবাদ ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হইল? অবশ্য "পাকিস্তান টাইমস" পত্রিকাতেও এই সংবাদটি কাল বর্ডার দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এইভাবে এই পত্রিকাটিও সংবাদটিকে আকর্ষনীয় করিয়া দিয়াছে যতক্ষণ না আমরা এই বিষয়গুলির সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হই, ততক্ষন পর্যন্ত আমরা কোন সমালোচনা করিতে পারি না। আমি বন্ধুগণকে জানাইয়াছি যে ঘটনাটির সকল তথ্য জানিয়া আমি আমার বক্তব্য বলিব।

১লা মে তারিখে "মশরেক" পত্রিকা আসল সংবাদ প্রকাশ করে যে, আযাদ কাশ্মীর এসেমব্লী তাহাদেয় মীরপুর এজলাসে এই প্রস্তাব পাশ করে যে, "আমরা 'আযাদ কাশ্মীর গভার্মেন্টকে' সুপারিশ করিতেছি যে, আহমদীগণকে সংখ্যা লঘু অমুসলমান সাব্যস্ত করা হউক।" বস্তুতঃ এরূপ কোন বিল পাশ করা হয় নাই যে, আহমদীগণকে সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করা হইল ইহা এসেমব্লীর পক্ষ হইতে গভার্মেন্টের নিকট মাত্র এক সুপারিশ ছিল যে, আহমদীগণকে সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করা হউক এবং তাহাদিগের ধর্মীয় প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং তাহারা সংখ্যালঘু অমুসলমান হিসাবে যেন নিজেদের নাম রেজেষ্ট্রী করায়। ইহার পূর্বেই আমি আযাদ কাশ্মীরের কতিপয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে ডাক দিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে আমি আপনাদিগকে এ সম্বন্ধে এক বুনিয়াদি উপদেশ দিতে চাই যে যদি এই প্রস্তাব আইন আকারে গৃহীত হইয়া যায়, তাহা হইলে আইন এইরূপ দাঁড়াইবে যে, যে সব আহমদী নিজদিগকে অমুসলমান মনে করে তাহারা যেন নিজেদের নাম রেজেষ্ট্রী করায়। এ কথায় আমাদের কোন অপত্তি নাই। কারণ প্রত্যেক আহমদী নিজেকে মুসলমান মনে করে এবং সর্বজ্ঞ খোদার দৃষ্টিতেও তাহারা মুসলমান। সুতরাং এই আইন তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। আপনারা সকল আহমদীকে বলিয়া দিবেন যে তাহাদের নাম রেজেষ্ট্রী করাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ আমরা যখন নিজদিগকে মুসলমান মনে করি, তখন এই আইন আমাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলিয়া জানে, সে কেমন করিরা নিজের নাম অ-মুসলমান হিসাবে রেজেষ্ট্রী করাইবে। যদি সে ইহা করে তাহা হইলে সে মিথ্যা বলিবে। ইসলামে মিথ্যা বলিবার অনুমতি নাই।

যাহা হউক, আমি আযাদ কাশ্মীরের বন্ধুগণকে বলিয়া দিয়াছি যে, তোমরা যাও এবং নিশ্চিন্ত থাক। যদি কেহ তোমাদের নাম রেজেষ্ট্রী করিতে আসে তাহা হইলে আমার বুনিয়াদী হেদায়েত সম্মুখে রাখিও। আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ কেহ তোমাদের নিকটে আসিবে না।

আমি অবগত হইয়াছি যে আযাদ কাশ্মীর এসেমব্লী ২৫ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। ইহাদের মধ্যে ১১ জন এসেমব্লী বয়কট করিয়াছে এবং তাহারা এই এজলাসে ছিল না। বাকী ১৪ জনের মধ্যেও কয়েকজন গয়ের হাজির ছিল। এখনও তদন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। এক সংবাদ অনুযায়ী

মাত্র ৯ জন প্রতিনিধি আলোচ্য এজলাসে হাজির ছিল। এখন কথা হইল এই যে ৯ জন প্রতিনিধির সুপারিশ লইয়া সকলে মিলিয়া এই হৈ চৈ করা যে, আযাদ কাশ্মীর এসেমব্লী সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করিয়াছে, ফেৎনা করা ছাড়া আর কি?

আর এক সংবাদ অনুযায়ী উক্ত এজলাসে ১২ জন প্রতিনিধি হাজির ছিল। ইহাদের মধ্যে এমন কতকজন ছিল, যাহারা ঐ প্রস্তাবের সহিত একমত ছিল না এবং তাহারা এই প্রস্তাব পাশে শামিল ছিল না বলিয়া আহমদীগণকে জানাইয়াছে। একথা সত্য হইলে তাহারা প্রস্তাব পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। এই জন্যই কাহারও কথামত ৯জন এবং কাহারও কথা মত ১২জন প্রতিনিধি প্রস্তাবে উপস্থিত ছিল বলা হইয়াছে। ইহাকেই আযাদ কাশ্মীর গভর্ন্মেণ্টের এসেমব্লীর সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদের দেশের হৈ চৈ কারীরা ঢাকঢোল পিটাইয়াছে। এই হইল তাহাদের প্রচারিত এসেমব্লীর স্বরূপ। যদি ৯ বা ১২ জন ব্যক্তি এই প্রস্তাব পাশ করে, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস এই প্রস্তাব মঞ্জুর হইবে না। কারণ আমাদের দেশে (এবং আযাদ কাশ্মীরেও) কোথাও না কোথাও বুদ্ধি বিবেচনা আছে। অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় ইহার অভাবও পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু একেবারে শূন্য নহে। অনেক সমঝদার মানুষ আছে। আল্লাহ্‌তালা আমাদের সকলকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা দিয়াছেন। আরো অনেকে আছেন যাঁহারা খুব ভাল, শরীফ নেকদিল এবং ন্যায়বিচারক। তবুও এই ভাল দলের মধ্যে যেমন কতকজন খুব সাহসী ও নির্ভিক তেমনি কতকজন অত্যন্ত ভীরু; কিন্তু স্বভাবতঃ তাহারাও শরীফ।

৯ বা ১২জন ব্যক্তি যদিও এই প্রকার প্রস্তাব পাশ করে, তথাপি ইহা দ্বারা খোদার প্রতিষ্ঠিত জামাতের কি ক্ষতি হইতে পারে? ইহা দ্বারা জামাতে আহমদীরা অমুসমান হইয়া যাইবে না। আল্লাহতালা যে জমাতকে মুসলমান বলেন, উহাকে যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অমুসলমান বলে তাহাতে কি আসে যায়। সুতরাং ইহা লইয়া আমাদের চিন্তা নাই। কিন্তু চিন্তার বিষয় হইল এই যে, খোদা না খাস্তা যদি এই খারাবী চরমে পৌঁছে, তাহা হইলে এইরূপ ফেৎনা ও ফসাদের ফলে আমাদের দেশ কায়েম থাকিবে না। এই জন্য আমাদের দোওয়া রহিয়াছে, আমাদের চেষ্টা রহিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম বোধ উদ্বেল রহিয়াছে, যাহাতে কোনও প্রকারের ফেৎনা না উঠে, যদ্বারা দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। ফেৎনা ও ফসাদের অর্থ ইহাই যে কিছু লোক নিহত ও কিছু আহত হইবে। কে হইবে এবং কি হইবে, ইহা আল্লাহ্‌তায়ালা জানেন। কিন্তু যখন এরূপ ফসাদ ঘটিবে তখন দুনিয়ায় আমাদের নাক কাটা যাইবে। সর্বত্র দেশের দুর্নাম রটিবে।

এখন আমি ঐ সংবাদ, যাহা "মশরেক" পত্রিকা ৩০শে এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় না ছাপাইয়া

১লা মে তারিখের সংখ্যায় দিয়াছিল, উহা এই খোতবায় রেকর্ড করিয়া দিতেছি। এতদ্বারা এই পত্রিকা ভদ্রতার পরিচয় দিয়াছে এবং সত্য সংবাদ দিয়াছে।

"আযাদ কাশ্মীর এসেমব্লী কাদিয়ানীগণকে সংখ্যালঘু সাব্যাস্ত করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া লইয়াছে। আযাদ কাশ্মীর এসেমব্লী একটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছে, যাহাতে কাশ্মীর গভর্ণমেন্টকে সুপারীশ করা হইয়াছে যে, কাদিয়ানীগণকে সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করা হউক। রাজ্যের কাদিয়ানী অধিবাসীগণের নাম রেজিষ্ট্রেশন করা হউক। এবং তাহাদিগকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করার পর তাহাদের সংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন বিভাগে তাহাদের প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দান করা হউক। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে রাজ্যের মধ্যে কাদীয়ানীদের তাবলীগ নিষিদ্ধ হইবে। এই প্রস্তাব এসেমব্লীর প্রতিনিধি মেজর মোহাম্মদ আইউব পেশ করিয়াছিল। প্রস্তাবের একটি দফাকে মজলিস শনিবার দিন আলোচনার পর এক সংশোধনীর দ্বারা খারিজ করিয়া দেয় উক্ত দফায় বলা হইয়াছিল য রাজ্যের মধ্যে কাদিয়ানীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হউক।"

মেজর আইউব প্রস্তাব পেশ করার সময় পাকিস্তানের সদর এবং প্রধান মন্ত্রীর হলফনামা পড়িয়া শুনায় এবং বলে যে আইনে এই পদধারীদের জন্য মুসলমান হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্ধারিত করা হইয়াছে। এতুদ্দেশ্যে এই হলফনামা রচনা করা হইয়াছে। ইহাতে পরিস্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, সে ঈমান রাখে যে হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ও সাল্লাম আল্লাহতায়ালার নবী এবং তাঁহার বাদ আর কোন নবী নাই। আমার এবং আপনাদের সকলের এই ঈমান যে, হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ও সাল্লাম আল্লাহতায়ালার নবী এবং তিনি খাতামাল আম্বিয়া। আমরা ইহাই মানি যে তাঁহার বাদ কোন নবী নাই।

গত এক খুৎবায় আমি বলিয়াছিলাম যে মোকামে মোহাম্মদীয়ত হইল রব্বে করীমের আরশ্। ইহার পর আর কোন কিছুর কল্পনা অসম্ভব। অন্য কথায়, তাঁহার বাদ অন্য কোন নবীর আগমনের প্রশ্নই হয় না। কারণ সর্ব শ্রেষ্ঠ রুহানী মোকামের পর উর্দ্ধতর গতি সম্ভবপর নহে। কিন্তু যিনি সপ্তম আকাশে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর আশিস এবং তাঁহার পুর্ণ অনুগমন এবং কল্যাণে ভূষিত হইয়া পৌছেন অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মাহদী নিজ প্রভু ও গুরু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাদ (অতিক্রম করিয়া) নহেন, তিনি তাঁহার অধান। তিনি হুজুর (সাঃ)-এর শেষ হওয়ার পথে বাধা নহেন। কিন্তু কোন সময়ে যদি দেশের শত্রু এই হলফনামাকে আশ্রয় করিয়া দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে দুনিয়া দেখিবে যে আসল কথা কি? শুনা যাইতেছে যে দেশের শত্রু-পক্ষ এই বলিয়া দেশে হৈ চৈ করিবে এবং ফেৎনা ও ফসাদ করিতে চেষ্টা করিবে যে শিয়া

মহোদয়গণ সদর এবং প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিবেন না। কারণ হযরত ওলিউল্লাহ শাহ (রহঃ) নিজ পুস্তক "তফহীমাতে এলাহীয়া"তে লিখিয়াছেন যে তাঁহারা ইমামগণকে নবীগণের উর্দ্ধে স্থান দিয়া থাকেন। অতএব তাহারা নবুওয়তের অস্বীকারকারী। মনে হয়, হযরত ওলিউল্লাহ শাহ (রাহঃ)-এর ধারণা ছিল যে আঁ-হযরত (সাঃ) এর তসদীককারী নবীগণের মোকাম বেশী হইতে বেশী হইলে সপ্তম আকাশ। ইহার উর্ধে নহে। ইহার উর্ধে রব্বে করীমের আরশের উপর মোকামে মোহাম্মদীয়ত অধিষ্ঠিত এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রশংসিত স্বত্বা গুণাবলীতে অদ্বিতীয়। অতএব যদি শিয়া সাহেবগণ তাঁহাদের ইমামগণকে পদমর্যাদায় সপ্তম আকাশের উর্ধে বলেন, তাহা হইলে তাঁহারা খতমে নবুওতের অস্বীকারকারী।

আরও দেখুন। আহলে হাদীস এবং অপরাপর ফেরকা আমাদের সঙ্গে মোনাযেরা করিয়া আসিয়াছে যে হযরত মসিহ (আঃ) আকাশে জীবিত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং এক সময়ে তিনি অবতীর্ণ হইবেন। যে সকল মুসলমান ঐ ফেরকাগুলির সহিত সম্বন্ধ রাখে অর্থাৎ যাহারা ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকা ও অবতরণ করার বিশ্বাস রাখে, তাহারা উক্ত হলফ লইতে পারিবে না। কিন্তু আহমদীগণ আঁ-হযরত (সাঃ) এর বাদ না কোন নূতন বা পুরাতন নবীর আগমনে বিশ্বাসী। হলপের মধ্যে এ কথা কোথাও নাই যে, কোন পুরাতন নবী আসিতে পারেন এবং নুতন আসিতে পারেন না। বরং এই কথাই আছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাদ কোন নবী নাই। যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয় যাহা আমি করিয়াছি যে মোকামে মোহাম্মদীয়ত বা খতমেনবুওত-এর মোকামে হইল রব্বে করীমের আরশ, তাহা হইলে ইহার পর আর কোন কিছু হইতেই পারে না। যদি তোমরা এই অর্থ কর তাহা হইলে আমাদের উপর কোন আপত্তি বর্ত্তে না। কিন্তু যদি এ অর্থ করা না হয় এবং নিজস্ব ভুল ব্যাখ্যা কর, তাহা হইলে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের বিশ্বাসকে স্বীকার করিয়া তোমরা আলোচ্য হলফ লইতে পার না।

এই হলফের মধ্যে এ কথাও আছে যে আমি এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান রাখি। যদি তোমরা কবরে সেজদা কর বা সেজদা করা জায়েয মনে কর, তাহা হইলেও তোমরা এই হলফ লইতে পার না। পুনঃ এই হলফের মধ্যে এ কথা আছে যে, আমি কুরআনের নির্দেশাবলীকে নিজ জীবনে আমলযোগ্য বলিয়া মানি। কিন্তু যদি তোমরা কুরআনের নির্দেশ সমূহের কোন পরওয়া না কর এবং তোমরা নিজেদের জীবনকে কুরআনের আলোকে আলোকিত করিয়া রাখিয়া না থাক, তাহা হইলে তোমরা এ হলফ উঠাইতে পার না। অবশ্য যদি জাতির সহিত বেদেয়ানতী করিয়া হলফ উঠাও, তবে উঠাইতে পার। কিন্তু এ ছাড়া অন্য পথ নাই। আমি হলফনামার শব্দগুলিকে বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছি

এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছিয়াছি যে, কোন আহমদীর পক্ষে এই হলফনামা লওয়ার পথে কোন বাধা নাই। কিন্তু আমি উচ্চঃ কণ্ঠে ছুনিয়াকে এ কথাও জানাইয়া দিতে চাহি যে, রাজনীতি এবং শাসনক্ষমতা দখলের সহিত কোনও আহমদীর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক, মোহ বা আকর্ষণ নাই। আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মহান রুহানী পুত্র প্রতিশ্রুত মাহদী (আঃ)-কে মানিয়াছি, যিনি বলিয়াছেন —

রাজ্য লইয়া আমি কি করিব, আমার রাজ্য সবা হতে পৃথক।

রাজমুকুটে আমার কি কাজ, প্রিয়তমের সন্তুষ্টি আমার রাজমুকুট ॥

পার্থিব রাজমুকুট, রাজ্য, শাসন ক্ষমতা এবং বড় বড় পদের প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ এবং এসবের সহিত কোন সমপর্ক নাই। ছনিয়ার এই সকল সম্মান ছনিয়াদারগণকে মোবারক হউক এবং খোদা করুন আমাদের তথা এই দরবেশগণের ভাগ্যে যেন সদা প্রেমময়ের সন্তুষ্টির রাজমুকুট বিরাজমান থাকে।

সুতরাং আযাদ কাশ্মীর এসেমব্লীতে ভুল বলা হইয়া থাক বা উহার ভুল অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাক যে, হলফের শব্দগুলি আহমদী-গণকে অ-মুসলমান নির্দেশ করিতেছে, আমি এ সম্বন্ধে উত্তর দিয়া আসিয়াছি। পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক লোক এই প্রকার প্রপ্যাগাণ্ডা করিতেছে যে, সদর এবং প্রধান মন্ত্রীর হলফের শব্দগুলি নির্দেশ করিতেছে যে আহমদীগণ মুসলমান নহে। কিন্তু যেহেতু মিথ্যার হাত পা থাকে না, তাই মিয়া তোফেল মোহাম্মাদ সাহেব প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আযাদ কাশ্মীরীগণ বীরের কাজ করিয়াছে। পাকিস্তান গভর্ণমেন্টেরও এই আইন পাশ করা উচিৎ যে, আহমদীগণ অমুসলমান সংখ্যালঘু। কিন্তু তোমরা তো বলিতেছিলে যে হলফের ভাষা তাহাদিগকে অমুসলমান সাব্যাস্ত করে। তবে আবার কেন তোমরা আইন পাশ করার কথা বলিতেছ। যদি তোমরা একদিকে দাবী কর যে, পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট আইন পাশ করিয়া আহমদীগনকে অ-মুসলমান ঘোষণা করুক এবং অপর দিকে বল যে, হলফের ভাষা আহমদী-গনকে অমুসলমান সাব্যস্ত করে, তাহা হইলে তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। কাল তোমরা এক কথা বলিয়াছিলে, আজ তোমরা আর এক কথা কহিতেছ।

আসল কথা এই এবং বন্ধুগণ ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবেন যে, আমরা এই একীনের উপর প্রতিষ্ঠিত যে আমাদের ঈমানের জন্য কোন রাজনীতির সনদ অথবা বাহ্যিক দীনী আলেমের ফতওয়ার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ মনে করে যে তাহার মুসলমান হওয়া ও থাকার জন্য কোন বাদশাহের সনদ অথবা কোন বড় মুফতীর ফতওয়ার প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহার ঈমান ঈমান নহে। কিন্ত যদি ফতওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকে এবং নিশ্চয় নাই, তাহা হইলে এই প্রকার ফতওয়া নিরর্থক।

আল্লাহ্‌তায়ালা সব কিছু জানেন। আল্লাহ্‌ তায়ালার সমক্ষে যখন এই সকল ফৎওয়া যায়, তখন তাঁহার কার্যকরী সাক্ষ্য আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, এই প্রকারের ফৎওয়া তাঁহার দরবারে কবুল নহে।

অতএব আমাদের বিরুদ্ধে দেওয়া ফতওয়া সকলের কোন মূল্য নাই। এখানে "আমাদের" বলিতে শুধু আজিকার জগতের আহমদীগণ নহে বরং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যুগ হইতে ঐশী-প্রেমে বিলীন ও রসুল-প্রেমে বিভোর এবং ইসলামী তালীমে রঙীন সকল যুগের সকল স্থানের মুসলমান অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের বিরুদ্ধে এই সকল ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে তাহাদের কিছুই আসে যায় না। ইহা এই জন্য যে, কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন هو سماكم المسلمين অর্থাৎ—আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে মুসলমান বলিয়াছেন। অতএব সারা দুনিয়া যদি একযোগে কাফের বলে, তাহা হইলে তোমরা অমুসলমান হইয়া যাইবে না। কারণ স্বয়ং খোদা তোমাদিগকে মুসলমান বলিয়াছেন। পুরা আয়েত হইল—

هو سماكم المسلمين و من
قبل و في هذا ليكون الرسول
شهيدا عليكم و تكونوا شهداء على الناس
فاقيموا الصلوة و اتوا الزكوة واعتصموا بالله
هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
الحج—٧٩

সুতরাং আল্লাহ্‌ বলেন যে তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতে তোমরা মুসলমান। তিনি পূর্ববর্তী নবীগণকেও সংবাদ দিয়াছিলেন যে উম্মতে মুসলেমা আবির্ভূত হইতে চলিয়াছে। অতএব পূর্ববর্তীগণও তোমাদিগকে মুসলমান আখ্যা দিয়াছেন এবং কুরআন করীমও তোমাদের নাম মুসলমান এবং মোমেন রাখিয়াছেন। তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মুখ হইতে انا اول المسلمين (আমি প্রথম মুসলমান) এবং انا اول المؤمنين (আমি প্রথম মোমেন) বাক্য উচ্চারণ করাইয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে যাহারা উম্মতে মোহাম্মদীয়া অন্তর্ভুক্ত, তাহারা মুসলমান ও মোমেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে মুসলমান সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করিয়াছেন। যেহেতু তোমরা নামায পড়, যাকাত দাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত মজবুত সম্বন্ধ রাখ এবং তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত যখন তোমাদের সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায় তখন আর তোমাদের অন্য কোন অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকে না, কারণ তিনি هو مولاكم نعم المولى و نعم النصير অর্থাৎ তিনি তোমাদের মাওলা (প্রভু), তিনি সর্বোত্তম মৌলা ও সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

এখন আর এ প্রশ্ন উঠে না যে, জায়েদ ও বকর আমাকে বা তোমাদিগকে কাফের বলিতেছে বা মুসলমান। এখন এই প্রশ্ন থাকিয়া যাইবে যে, যে সকল শর্তে আল্লাহ্‌তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ব্যক্তিগণকে মুসলমান সাব্যস্ত করিয়াছেন ও তাহাদের

ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করিয়াছেন, সেই শর্ত সমূহ তোমাদের মধ্যে পূর্ণ হইতেছে কিনা। ইহা আল্লাহ্‌-তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ যে আজ আহমদীগণের মধ্যে ভারী গরিষ্ঠ সংখ্যা ঈমানের দাবী সমূহকে পূর্ণ করে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুনাফেক আছে এবং কিছু সংখ্যক দুর্বল ঈমান রাখে। কিন্তু ইহা সত্বেও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, আহমদী-গণের মধ্যে ভারী গরিষ্ঠ সংখ্যা ঈমানের সকল দাবীকে পূর্ণ করে এবং তাহারা তাহাদের রবকে ভালবাসে। তাহারা তাঁহার আঁচলকে এমন মজবুত করিয়া ধরিয়া আছে যে, এক মুহূর্তের জন্যও তাহারা তাহাদের হস্ত শিথিল করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং আহমদীয়া জামাতের এই গরিষ্ঠ সংখ্যা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়া মুসলমান ঘোষণা করাইয়াছেন এবং কুরআন করীমে তাহাদের মুসলমান হওয়ার এলান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আযাদ কাশ্মীর এসেম্বলী অথবা সারা দুনিয়ার জাহেরী উলেমা কি ভাবে অমুসলমান সাব্যস্ত করিতে পারে? এরূপ করিলে তাহারা খোদাতায়ালার মোকা-বেলায় খাড়া হয় এবং তাহারা জানে না যে, হযরত আদম (আঃ) হইতে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছা ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে খাড়া হইয়াছে, খোদার কহরের হাত তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে।

সুতরাং কাহারও মুসলমান হওয়া বা না হওয়া সম্বন্ধে ফৎওয়া দেওয়া মানুষের কাজ নহে। তথাপি যাহারা এই প্রস্তাবকে পাশ করাইয়াছে, আমরা তাহাদিগকে জানি। পাকিস্তানে এক দল লোক (মিয়া তোফেল মোহাম্মদ সাহেবের দল) এই প্রস্তাবকে আশ্রয় করিয়া পাকিস্তান গভর্মেন্টের নিকট দাবী করিয়াছে, তাহারাও যেন এইরূপ আইন পাশ করে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, একদিকে (আইন পাশের) দাবী করা ও অপর দিকে একথা বলা যে হলফের ভাষা আহমদীগণকে অমুসলমান সাব্যস্ত করিয়াছে, স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে শুধু হলফের ভাষা যথেষ্ট নহে, আরও কিছু প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই প্রস্তাবের কোন মূল্য নাই। তৃতীয় কথা আমার কানে আসিয়াছে (ইহার প্রমাণ আমার হস্তগত হয় নাই) যে জামাতে ইসলামী এবং তাহাদের বন্ধুগণ হুকুমতকে ভীতি প্রদর্শন এবং পেরেশান করার উদ্দেশ্যে ধমক দিতেছে যে, যদি হুকুমত এই কাজ না করে তাহা হইলে ১৯৫৩ সালের অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যাইবে। আমি ইহা বুঝিতে পারি না যে, তাহারা বর্তমান হুকুমতকে এত দুর্বল মনে করিতেছে কেন, যে, তাহাদের ধমকে হুকুমত ভীত হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, ইহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা হুকুমতের বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালের কথা বলিয়া আহমদীগণকে ভীতি প্রদর্শন করিলে, নিশ্চয় আমাদের বলিবার কথা আছে।

প্রকৃত পক্ষে ১৯৫৩ সালের নাম লইয়া তাহারা নিজ দিগকে এবং নিজ সঙ্গীগণকে ধোকা

দিতেছে। সত্য কথা এই যে ১৯৫৬ সালে বিশৃঙ্খলা করিতে গিয়া তাহারা এরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল যে, তাহাদের বিন্দুমাত্র বোধশক্তি থাকিলে, তাহারা ১৯৫৩ সালের নামটিও মুখে আনিত না। কিন্তু জামাতে আহমদীয়া দেশব্যাপী সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যের অপূর্ব নিদর্শন দেখিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অনুগ্রহে জামাতে আহমদীয়াকে বহু উন্নতি দিয়াছেন। সেই জন্য ১৯৫৩ সাল আমাদের জন্য বড়ই মোবারক যামানা ছিল। উহার ফলে তরবীয়ত, তবলীগের প্রসারতা এবং সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়া জামাত বহু উন্নতি করিয়াছিল। এখন আমার সম্মুখে অনেক বন্ধু বসিয়া আছেন, যাঁহারা সারগোদা এবং ঝঙ্গ জেলার বর্ডারে অবস্থিত এমন অনেক জামাতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, যেগুলি ১৯৫৩ সালের পর কায়েম হইয়াছে। এখানে লক্ষ লক্ষ লোক আহমদী হইয়াছে। এক সময়ে এক গ্রাম হইতে কতিপয় আহমদী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। তাহারা আমাকে কথায় কথায় বলিয়াছিল, আমরা ১৯৫৩ সালে আহমদীগণের ঘরে আগুন লাগাইবার জন্য বাহির হইতাম। অতঃপর খোদা আমাদিগকে আহমদী হইবার তৌফিক দেন এবং এখন তিনি আমাদিগকে আহমদীয়তের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বানাইয়াছেন। ১৯৫৩ সাল বিরুদ্ধবাদীগণের কপালে লাঞ্ছনার টিকা পরাইয়াছিল এবং আমাদের জন্য উন্নতির সোপান করিয়া দিয়াছিল। ১৯৫৩ সাল আমাদের জন্য ইতিহাসে এক Land mark এবং উন্নতির নিদর্শন। সেই জন্য কেহ ১৯৫৩ সালের নাম উচ্চারণ করিলে আমরা খুশী হই। কারণ আহমদীগণ তখন বড় বড় কুরবানী দিয়াছে এবং বিশ্বে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য তাহাদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করিয়া দিয়াছিল। আজ যদি আহমদীয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে দুনিয়ায় ইসলামের জন্য কাজ করিতে এবং ইহার উন্নতি ও প্রচারের জন্য কুরবানী করিতে কেহ থাকিবে না। এ সৌভাগ্য কেবল আমাদের যে, আমরা ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্যের জন্য জান, মাল, সম্মান এবং সময়ের কুরবানী দিই। সুতরাং ১৯৫৩ সালের উল্লেখ করিয়া আহমদীয়তের বিরুদ্ধবাদীগণ আকাশ কুসুমের কল্পনা করিতেছে এবং তাহারা ধোকায় পড়িয়াছে। তখন আহমদীয়া জামাত কুরবানী দিবার ও আনন্দের সহিত নিজেদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাইয়াছিল। বন্ধুগণ তখন নিজেদের জীবন হাতে লইয়া ফিরিয়াছিল এবং ফেরেস্তাগণ তাহাদের হেফাজত করিতেছিল। যখন লাহোরে চতুর্দিকে অগ্নি সংযোগ হইতেছিল, তখন জামাতে ইসলামীর কতিপয় হোমরা চোমরা লোক এক আহমদীকে বলিয়াছিল, তোমাদের হযরত সাহেবকে বল যে, যদি বাঁচিতে চাহেন তাহা হইলে আমরা যে মুসাবিদা লিখিয়া দিই, উহাতে তিনি দস্তখত করিয়া দিন, নচেৎ খতম করিয়া দেওয়া হইবে। ভাল, হযরত মুসলেহে মওউদ (রাঃ) এই সকল শেয়ালের ডাকের কি পরওয়া করিতেন? কোন

আহমদীই বা ইহার কি পরওয়া করিত এবং এখনই বা কে পরওয়া করে? লোকে তখন আমাদিগকে শুনাইয়াছিল যে যখন ফৌজের অফিসারগণ তাহাদিগকে (বিরুদ্ধবাদীগণকে) গ্রেপ্তার করিতে গেল, তখন তাহারা তাহাদের হাতে পায়ে ধরিতে থাকে। অবশ্য তাহাদের এরূপ লাঞ্ছনায় আমাদের আনন্দের কিছুই নাই। যে বিষয়ে আমাদের আনন্দ উহা হইল, আল্লাহ্ তায়ালার কাজ এবং প্রেমের প্রকাশ, যাহা তিনি তাঁহার মজলুম বান্দাগণের জন্য জুলুমের চরম অবস্থায় প্রদর্শন করেন। জানিনা কেন তোমরা ১৯৫৩ সালের নাম গ্রহণ কর এবং উহা স্মরণ করিয়া আনন্দ পাও, কিন্তু আমরা আমাদের রবের প্রেমের যে প্রকার প্রকাশ দেখিয়াছি, উহাতে তোমরা যখনই বল যে, ১৯৫৩ সালের অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যাইবে, আমাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। কারণ আমরা বুঝি যে আবার আল্লাহতায়ালার প্রেমের অসাধারণ প্রকাশ হইবে।

তোমরা যদি ১৯৫৩ সালের নাম লইয়া হুকুমতকে ভীরু মনে করিয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনের চেষ্টা করিতে চাহ, তো করিতে থাক। আমরা তাহাদের ভীরু মনে করি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস; তাহারা তোমাদিগকে কখনই ভয় করিবে না। যাহা হউক, উহা হুকুমতের কাজ। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে বলিতে চাহি যে, তোমরা গর্ত হইতে নির্গত শৃগাল; তোমরা মনে করিয়াছ, তোমাদের হুক্কা হুয়া চেঁচামেচিতে জামাতে আহমদীয়ার ব্যক্তিগণ ভয় খাইয়া যাইবে, না, তাহারা কখনও ভীত হইবে না। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এখন আহমদীয়া জামাতের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। পাকিস্তানে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রায় ৪০ লক্ষ হইবে। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ, যাহারা আমাদিগকে অমুসলমান ও কাফের বলে এবং আমাদিগকে গালি দেয়, গত ইলেকশনের সময় তাহাদের অনুমান অনুযায়ী আমাদের ২১ লক্ষ যুবক পিপলস পার্টির পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিয়াছিল। তাহারা বলে, এই জন্য পিপলস পার্টি জিতিয়া গিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবী আহমদী যুবকগণের সংখ্যা সম্বন্ধে তাহাদের এই ধারণা অতিরঞ্জিত। তাহাদের সংখ্যা অবশ্য কয়েক লক্ষ হইবে।

যাহারা ১৯৫৩ সালের কথা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে আজ আমি এ সকল লক্ষ লক্ষ আহমদীর সত্য পরিচয় জানাইয়া দিতে চাই, যাহাতে পরবর্তীতে আমার বিরুদ্ধে যেন এই অভিযোগ কেহ করিতে না পারে যে, তাহাদিগকে আহমদীদের জীবনের সত্য পরিচয় জানান হয় নাই। বিরুদ্ধবাদীগণকে আমি খালেদ বিন ওলিদের ভাষায় জানাইয়া দিতে চাহি, যাহাতে তাহারা ভ্রান্তিতে না থাকে। (হে বিরুদ্ধবাদীগণ!) আমি তোমাদিগকে ইহা জানাইয়া দিতে চাহি এবং দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিতে চাহি যে, এই দুনিয়া এবং ইহার ভোগবিলাসকে তোমরা যতখানি ভালবাস

আহমদী মুসলমান ইহার চেয়ে ঢের বেশী মৃত্যুকে ভালবাসে।

এই কথাগুলি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বড়ই প্রিয়। এগুলি আমাদের প্রাণের কথা। সুতরাং যাহারা ১৯৫৩ সালের আড় লইয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করিতেছে, তাহাদিগকে আমি একান্ত বিনয়ের সহিত জানাইতেছি যে তাহারা যেন ধোকায় না থাকে। জামাতে আহমদীয়ার লক্ষ লক্ষ সাবালক যুবক, যাহারা পাকিস্তানের অধিবাসী (এবং প্রত্যেক দেশের আহমদীগণের এই অবস্থা; কিন্তু এখন আমি পাকিস্তানের আহমদীগণের কথা বলিতেছি), তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার পথে মৃত্যু বরণ করাকে এরূপ প্রিয় জ্ঞান করে যেমন এক প্রেমিক তাহার প্রেমিকার জন্য আত্মভোলা হইয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়। খোদাতায়ালার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এই সকল আহ্‌মদী মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যে তোমরা এই দুনিয়া ও তাহার ভোগ বিলাস ও আরামকে যতখানি ভালবাস তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বেশী ভালবাসে। কিন্তু খোদা-তায়ালা আদেশ দিয়াছেন যে, হে আমার প্রিয়গণ! তোমরা আমার বান্দাগণের মন জয় কর। সুতরাং তোমাদের না'রা, তোমাদের গালি গালাজের মোকাবেলায় যখন আমরা রাগি না, তখন ইহা আমাদের দুর্বলতার প্রমাণ নহে, বরং খোদা-তায়ালার হুকুমের পালন এবং তাঁহার জন্য বিনয়ের পথ অবলম্বন করার প্রমাণ।

সুতরাং যেখানে আমাদের উপর প্রেমের দ্বারা জনগণের মন জয় করার আদেশ আছে, সেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার এই আদেশও আছে, ان الذين يقاتلون بانهم ظلموا - যখন জুলুম চরমে পৌছিয়া যায় তখন কুরআন করীম মানুষকে আত্মরক্ষার অনুমতি দিয়াছে। তবু এই কাজ হুকুমতের। প্রত্যেক ব্যক্তির জান এবং মালের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ্‌তায়ালা হুকুমতের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। আমরা এই জন্য চুপ করিয়া থাকি যেকু, হুমত নিজের দায়িত্ব পালন করিবে। কিন্তু খোদা না খাস্তা যদি কোন হুকুমত না থাকে এবং দেশে অরাজকতা ছড়াইয়া পড়ে এবং হুকুমত জনগণের জান ও মালের হেফাজতের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, তখন এক আল্লাহ্‌তে বিলীন কোন মুসলমান যে নিজের মনের আবেগসমূহকে খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দমন করিয়া রাখে, তাহার কানে হযরত মোহাম্মাদ রসুল (সাঃ) এর এই প্রিয় আওয়াজ আসিয়া পৌছে যে ولنفسك عليك حق অর্থাৎ—তোমার উপর তোমার নফসেরও কিছু হক আছে ولمالك عليك حق তোমার মাল ও সম্পদের হেফাজতের দায়িত্বও তোমার উপর দেওয়া হইয়াছে। খোদানাখাস্তা যদি আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে তোমরা দেখিবে তোমরা নিজেদের জীবন, জান, মাল ও সম্পদকে যে ভাবে ভালবাস প্রত্যেক আহমদী মৃত্যুকে উহা অপেক্ষা বেশী ভালবাসে। ইহা এই জন্য যে এই হকিকত প্রত্যেক আহমদীর নিকট দিবা-লোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে এই দুনিয়াতে মানব জীবনের সমাপ্তি ঘটে না। মৃত্যু জীবনের শেষ

নহে বরং অমর জীবনের এক গুরুত্ব পূর্ণ মোড় মাত্র। আমার বড় ফুফু জান বলেন, "এখানে চক্ষু লাগিল এবং ওখানে চক্ষু খুলিল।" আমাদের নিকট ইহ-জীবনের হকীকত ইহাই, যাঁহাকে মানুষ এত বেশী ভালবাসে। আমরা এই দুনিয়াকে মন দিই নাই। আমরা এ কথা মানি যে আমরা দুর্বল এবং আমাদের দোষত্রুটি আছে, কিন্তু আমাদের রব আমাদিগকে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্র স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং আমরা যদি আমাদের অপরাধ এবং ভুলভ্রান্তি সত্বেও আমাদের উপর ন্যাস্ত এই দায়িত্ব পালনের জন্য কুরবানী করিয়া যাইতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যখন এপারে চক্ষু বন্ধ করিয়া ওপারে চক্ষু খুলিব, তখন আমরা নিজদিগকে আল্লাহ্ তায়ালার কোলে দেখিব। তিনি স্বীয় ফযল এবং রহমতে আমাদের সকল অপরাধ মাফ করিরা দিবেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন, لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا (الزمر ٥٧)
ইহা সুস্পষ্ট যে, যাহারা নিজেদের জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত্ত আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিবার নিয়ত রাখে, উৎসাহ চঞ্চল থাকে এবং চেষ্টা বজায় রাখে, তাহাদের কাজে যদি ভুলত্রুটি থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

সুতরাং আমি জমাতের বন্ধুগণকে বলিতেছি এবং সতর্ক করিয়া দিতেছি যে তোমরা ফসাদ করিও না। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা ফসাদকারীগণকে ভাল বাসেন না। তিনি বলিয়াছেন والله لا يحب المفسدين (المائدة ٤)
কিন্তু হে সত্যের বিরুদ্ধচারীগণ! তোমরা ফসাদ করিয়া আবার দুর্ণাম কর যে খোদাতায়ালার সাহায্য তোমরা কেন লাভ করিতে পারনা। তোমাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পরিকল্পনার পরিণামে যখন তোমরা খোদাতায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে পার না, কিভাবে তোমরা তাঁহার সাহায্য লাভ করিবে? কিন্তু আমরা ফসাদ সৃষ্টি করিতে অত্যন্ত কাতর। আমরা নিজেদের হাতে আইন গ্রহণ করাকে জায়েয মনে করি না। আমরা বুঝি যে, ইহা হুকুমতের কাজ যে, তাহারা যেমন আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের জান এবং মালের পূর্ণ হেফাজত করিবে, তেমনি তাহাদের উপরে ইহাও ফরয যে, তাহারা একজন আহমদীরও জান ও মালের হেফাজত করিবে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জন্য যে হক কায়েম করিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ ঐ হকের অধিকারী। মুফতী মাহমুদ হউক বা আবুল আলা মহুদী হউক বা মিঞা তোফায়েল মোহাম্মদ হউক অথবা একজন আহমদী হউক, হুকুমতের জন্য ইহা ফরয যে তাহাদের হক সংরক্ষিত করে এবং তাহাদের সকলের জান ও মালের হেফাযত করে। কিন্তু যদি তোমরা খোদাতায়ালার বিদ্রোহি হইয়া খোদার এই দুনিয়ায় ফসাদ করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্-তায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে না।

এবং যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে না পার, তাহা হইলে আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য এবং তাঁহার অলৌকিক কুদরতের নিদর্শন তোমরা কি ভাবে দেখিবে? কিন্তু আমরা পূর্ণ বিনয়ের সহিত আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত পথে চলি, সেই জন্য আমরা আইনকে নিজেদের হাতে গ্রহণ করি না। আমরা এই সব ব্যাপার খোদাতায়ালার উপর ছাড়িয়া দিই। কিন্তু আমরা চরম বিনয় ও নম্রতা সত্বেও তখনই নিজেদের হেফাজতের কাজ আমরা নিজেদের হস্তে গ্রহণ করি, যখন দুনিয়ায় শাসক থাকে না ও আইন শৃঙ্খলা থাকে না এবং অরাজকতা সৃষ্টি হয় ও বিশৃঙ্খলা ছড়াইয়া পড়ে, খোদা না করুন আমাদের দেশকে যেন এই রকম পরিস্থিতি দেখার দুর্ভাগ্য না হয়। কিন্তু খোদা না খাস্তা যদি এই রকম ঘটে, তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে যেমন কথিত হইয়াছে. "যিনি খোদার, তাহার পিছনে লাগা উচিৎ নহে। হে দুর্বল শৃগাল! সিংহের গায়ে হাত দিওনা"। তোমরা শৃগাল ও খাটাশের পোষাক পরিয়া বাহিরে আসিয়াছ এবং হুক্কা-হুয়া রবে চেঁচামেচি করিতেছ, এবং মনে করিতেছ আমরা তোমাদের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িব। খোদাতা'লা আমাদিগকে সিংহ অপেক্ষা অধিক সাহস ও বিক্রম দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সিংহ অপেক্ষা বেশী প্রভাব দিয়াছেন। সিংহের হুঙ্কারে কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত ভীত জন্তুগণ কাঁপিয়া উঠে। আমাদিগকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে যে,

نصرت بالرعب مسافة شهر

অর্থাৎ আঁ হজরত (সাঃ) এবং তাঁহার খাঁটি অনুসারী ও প্রাণ-উৎসর্গকারীর প্রভাব এক মাসের পথ পর্যন্ত ছাইয়া যাইবে। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিবার তৌফিক দিয়াছেন। আমরা আফ্রিকায় এমন সব জঙ্গলে তৌহিদ কায়েম করিতে এবং আঁ-হযরত (সাঃ)—এর উচ্চ মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করিতে নির্ভিক পদক্ষেপ গিয়াছি, যেখানে মানুষখোর ও হিংস্রজন্তুর বাস। জামাতে আহমদীয়ার শত শত এবং হাজার হাজার ব্যক্তির দৃষ্টান্ত মৌজুদ আছে, যাহারা ইসলামের জন্য জীবন দিয়াছে। এমন কি তোমরা নিজেরা কয়েক জনকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছ। কিন্তু তোমরা তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার প্রেমে কি কোন ভাটা পড়িতে দেখিয়াছিলে? এতদ্বারা তোমরা তোমাদের পৈশাচিক প্রবৃত্তিকে সন্তোষ পৌছাইয়াছিলে এবং তাহারা এই মৃত্যুকে রুহানী আনন্দ লাভের সোপান করিয়া লইয়াছিল এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগের প্রতি এমন ভালবাসা দেখাইলেন যে অত্যাচারীদিগকে নির্মূল করিয়া দিলেন। একজনকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারা হইল এবং তাহার শাস্তিবিধানে খোদাতায়ালার কহরের হাত এক লক্ষ লোককে ধ্বংস করিয়া দিলেন। আমরা আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত এবং অপূর্ব প্রেমের প্রকাশ দেখিয়া আসিতেছি তাঁহার কুদরতের উপর আমাদের

সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমরা কি তোমাদিগকে ভয় করিব? আমরা তো সারা দুনিয়াকে ভয় করি না। ইংরাজগণ ভাবিত তাহাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। তাহারা এক সময়ে আহরার-গণের সহিত জোট পাকাইয়াছিল। তখনও আমরা ভীত হই নাই এবং আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। এখন খোদাতায়ালার ফযলে অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং আহমদীয়-তের উপর সূর্য অস্ত যায় না! আমরা আল্লাহ্ তায়ালার মহান নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহাকেও কেন ভয় করিব?

ভয় যদি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের অন্তরে খোদার অসন্তুষ্টির ভয় বিরাজ-মান। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে শারাফতের এক মোকামে খাড়া করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে খেদমতে খলকের এক মোকামে উন্নীত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার রসুল মকবুল (সাঃ)—এর ভালবাসার এক সৌভাগ্য মণ্ডিত মোকামে উন্নীত করিয়াছেন। আমরা উচ্চ মোকামে খাড়া আছি এবং অচিরে আমরা আমাদের জীবনে খোদাতায়ালার ফযল সমূহকে প্রত্যক্ষ করিব। আমাদের দেহ এবং আত্মার প্রতিবিন্দু আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসায় বিভোর এবং আনন্দে ভরপুর এবং ঐশী রুহানী আলোকে সমুজ্জল। আমরা আলোকের অধিবাসী। অন্ধ-কারের অধিবাসী হুক্কাহুয়া রবকারী শৃগালকে আমরা কেন ভয় করিব?

হুকুমত সম্পর্কিত বিষয় সমুহের জবাব হুকুমত দিবে, অথবা সময় বলিয়া দেবে তাহারা তোমাদের ধমকে ভীত কি না। ইহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু যেখানে জামাতে আহমদীয়ার সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে, আমি তোমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতে চাই যে, মানুষের প্রতি যে ভালবাসা দেখাই-বার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ভালবাসার দ্বারা তাহাদের মন জয় কর, ইহা দেখিয়া তোমরা ভুল ধারণা মনে স্থান দিও না। কারণ শেয়ালের হুক্কাহুয়ারব আমাদিগকে ভীত করে না। অবশ্য ইহা আমাদের মনে কাতুকুতু লাগায় এবং আমাদের ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠে যে ইহারা কি কহে? কিন্তু খোদা নাখাস্তা যদি তোমরা দেশে ফেৎনা ও ফসাদ এমন পর্যায় পর্যন্ত ছড়াইতে সক্ষম হও, (আমাদের দোওয়া আছে, এবং আমরা আশা করি আল্লাহ্ তায়ালা এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হইতে দিবেন না, কিন্তু "যদি" শব্দ দ্বারা আমি কথা বলিতেছি) এবং বর্তমান হুকুমত এই বিশাল রাজ্যের অধিবাসীগণের হেফাজত করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমি যেরূপ পূর্বে বলিয়াছি, যখন আহমদীগণের সমক্ষে তাহাদের নিজেদের জান ও মালের হেফাজত এবং বিশেষ করিয়া ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ও হেফাজতের প্রশ্ন উঠিবে, তখন (হে বিরুদ্ধ-বাদীগণ!) তোমাদের বড় এবং তোমাদের ছোট তোমাদের পুরুষ এবং তোমাদের স্ত্রী প্রত্যক্ষ

করিবে যে তোমাদের অন্তরে পার্থিব জীবন এবং ভোগ বিলাসের প্রতি তোমাদের যে ভালবাসা আছে, উহার চেয়ে ঢের বেশী গুণ ভালবাসা আমাদের অন্তরে খোদার পথে প্রাণ দিবার জন্য রহিয়াছে।

বাকি থাকিল এই কথা যে, বন্ধুগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, বর্তমান অবস্থায় আমরা কি করিব? ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, আপনারা পূর্বাপেক্ষা বেশী দোওয়া করুন। আপনারা জিজ্ঞাসা করেন যে, এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করিব? আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আপনারা যে খোদার উপর ভরসা রাখেন, তিনি কাদের এবং পরাক্রমশালী খোদা। আপনাদিগের ৮০ বছরের জীবনে তিনি কোন দিন আপনাদের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেন নাই সুতরাং এখনো তিনি বিশ্বাস-ভঙ্গ করিবেন না—কারণ তিনি সত্য ওয়াদাকারী খোদা।

আপনারা তাঁহার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া চলুন এবং জীবনের প্রতি মূহুর্তে প্রমাণ করিয়া যান যে আপনারা তাঁহার বিশ্বস্ত বান্দা। তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে আপনারা আল্লাহ্-তায়ালার রহমতের ছায়ায় সততঃ আগে বাড়িয়া যাইতেছেন। দুনিয়ার কোন শক্তি আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাকে বানচাল করিতে পারেনা। খোদা আহমদীয়তের দ্বারা ইসলামের বিশ্ব-প্রাধান্যের ফয়সালা করিয়াছেন। আকাশের উপর ইহা খোদার ফয়সালা এবং ইহা জমিনের উপর কার্যকরী করা হইয়াছে। জামাতে আহমদীয়ার দ্বারা খোদাতায়ালার তৌহীদ এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেম সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। খোদাতায়ালার ভালবাসার প্রকাশ যে ভাবে আমরা দেখি, দুনিয়ার সকল দেশ এবং সকল জাত অনুরূপ ভাবে দেখিবে। খোদাতায়ালা ইহা ইচ্ছা করিয়াছেন এবং ইহা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। অবশ্য জামাতে আহমদীয়াকে কুরবানী দিতে হইবে। কতকজনকে জীবন কুরবানী করিতে হইবে, এবং কতক জনকে মালের কুরবানী দিতে হইবে। এইরূপ ঘটিবে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যের জন্য জামাতে আহমদীয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, ইনশাআল্লাহ্ সে উদ্দেশ্য ব্যার্থ হইবে না।

সুতরাং উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। এই সকল না'রা, ফেৎনা এবং খবরের কাগজে প্রকাশিত মিথ্যা সংবাদ গুলিকে আপনারা হাসিতে খেলিতে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান। এইগুলির উপর কোন গুরুত্ব দিবেন না এবং রাগান্বিত হইবেন না। এই সব লোকদের জন্য অন্তরে দয়ার উদ্রেক করুন। আমি যখন চিন্তা করি তখন অনেক সময় আমার মনে এই দুঃখ হয় যে মানুষের এত অধঃপতনও ঘটে যে প্রথমে সে মিথ্যা প্রচার করে এবং পরে সেই মিথ্যাকে দলিল হিসাবে খাড়া করিয়া আর এক মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারী দাবী পেশ করে। এই নৈতিক অধঃপতন এবং মানব প্রকৃতির রূপান্তর অন্তরকে ব্যাথা দেয়, কিন্তু ভয়ের সৃষ্টি করে না। তাহাদের এইরূপ আচরণ আমাদিগকে

রাগান্বিত করে না বরং ইহা আমাদের অন্তরে দয়ার উদ্রেক করে।

সুতরাং বন্ধুগণের কর্তব্য যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনারা দোওয়া করুন এবং বহু দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ সকল লোককে বুদ্ধি বিবেচনা দেন এবং তাহাদের জন্য কল্যাণ, সাফল্য, এবং সাহায্যের উপাদান সৃষ্টি করিয়া দেন। যে ভাবে তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, সেইভাবে যেন তিনি তাহাদিগকেও ভাল বাসেন। এই সকল লোকও বুঝিতে সক্ষম হউক এবং জ্ঞান লাভ করুক এবং আল্লাহ্‌-তায়ালার এক বিনীত বান্দা এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মহান আধ্যাত্মিক জেনারেলের জামাতে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করুক। কুরআন করীমে ইহার ওয়াদা আছে কিন্তু তবু আমাদের মধ্যে কতগুলি হতভাগা লোক সরিয়া যায় এবং কতকজন এমনও আছে যাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ বিরুদ্ধাচারণ করে এবং ষড়যন্ত্র করে, দুঃখ দেয়, গালিগালাজ করে, মাল লুটে, অগ্নিসংযোগ করে, ইত্যাদি, আবার এক সময় আসে, যখন তাহাদের উপর সত্য প্রকাশিত হইয়া যায়, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের উপর স্বীয় প্রেমের প্রকাশ করেন এবং ঐশী আলো তাহাদিগকে সকল অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসে। অতঃপর তাহারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর জমাত যাহা মসিহে মওউদ (আঃ)-এর দ্বারা ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য খাড়া করা হইয়াছে, উহার অন্তর্ভূক্ত হইয়া যায়। ফলে দেখা যায় গত কাল পর্যন্ত যাহারা অগ্নিসংযোগ করিত, দুঃখ দিত, লুটপাট করিত এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করিত, আজ তাহারা খোদার প্রেমিক এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্য জীবন-উৎসর্গকারী হইয়া গিয়াছে এবং ইসলামের উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ খেদমতকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া লইয়াছে এবং জান, মাল, এবং সময়ের কোর-বানী দিতে গৌরব অনুভব করে।

সুতরাং জামাতে আহমদীয়া নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাগণের পর কুরবানীর ময়দানে দৃষ্টান্তবিহীন। খোদাতায়ালা নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাগণের জন্য এবং তাঁহাদের পর আঁ হযরত (সাঃ)-এর সত্য অনুসারী এবং তাঁহার উত্তম আদর্শের অনুগমনকারী জামাতে আহমদীয়ার ব্যক্তিগণের জন্য মানবজাতিকে আশরাফুল মখলুকাত বলা হইয়াছে। এই জন্যই বর্তমানে যদিও অনেকে নাস্তিক, এবং কতকজন আল্লাহ্‌কে গালিগালাজ করে এবং রসুলে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি নানারূপ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে ও তাঁহার দুর্নাম রটায় এবং অনেকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা খোদাকে ভুলিয়া গিয়াছে, খোদার এবাদত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, পূণ্য হইতে বঞ্চিত এবং নৈতিকতা হইতে দূরে, তবুও মানুষ হওয়ার কারণে তাহারাও আশরাফুল মখলুকাত। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার পথে কুরবানীকারী ও তাঁহার প্রেম-মগ্ন এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্য জীবন-উৎসর্গকারী

ও তাঁহার প্রেমে-বিভোর সাহাবাগণ (রাঃ) মানবতার জন্য মস্তকদেশ স্বরূপ ছিলেন। মানুষকে আশরাফুল মখলুকাত পূর্ববর্তীগণের জন্যও বলা হইয়াছে, যাহারা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে নিজ নিজ দেশে যুগের নবীগণের খেদমতে জনসাধারণকে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ডাক দেওয়ার প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং নিজেদের জান ও মালের কুরবানী দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, মানব সমাজ সমষ্টি-গত ভাবে আশরাফুল মখলুকাত। ইহা এই জন্য যে, মানব জাতির মধ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মহান মানব হিসাবে সৃষ্টি হইয়াছিলেন, যাঁহার আধ্যাত্মিক মোকাম রাব্বে করীমের আরশে গিয়া থামিয়াছে এবং মানুষ এই জন্য আশরাফুল মখলুকাত যে মানবজাতি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আশিসে সাহাবাগণের ন্যায় মানুষ (হযরত মসিহ মওউদ)-কে জন্মদান করিয়াছে, যাঁহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা আসমান হইতে বলিয়াছেন, "যে আমাকে পাইয়াছে সে সাহাবাগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।" মানুষকে সত্যকার ভাবে আশরাফুল মখলুকাত বানানো, তাহাদের সভ্যতা ও চরিত্রকে সংশোধন করা এবং তাহাদিগকে আল্লাহর হক এবং বান্দাগণের হক আদায় করার সবক দেওয়া, এক এবং অদ্বিতীয় খোদার দিকে ডাক দেওয়া, তাহাদের অন্তরে খোদার প্রেম সৃষ্টি করা এবং তাহাদের অন্তরের পরতে পরতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনু-গমনকে সঞ্চারিত করা আজ আমাদের কাজ। আমাদিগকে এই সকল প্রচেষ্টা করিতে হইবে। জনগণকে এই মোকামে আনিতে হইবে, যাহা আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে মানবতার মোকাম, এবং ইহা ইনশাআল্লাহ্ নিশ্চয় হইবে কারণ ইহা খোদার ওয়াদা, ইহা খোদার ফয়সালা। সুতরাং ইহা অবশ্যই ঘটিবে। ইহার বিরুদ্ধে যে সকল আল্লাহ্-বিরোধী রব উঠে, সেগুলির প্রতি আমাদের ভ্রুক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ওগুলি ঐ সকল লোকের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, যাহারা আমাদের দৃষ্টিতে সত্যকার এবাদত করে না, তাহাদের চক্ষে ঐশী আলোর পরশ লাগে না, তাহাদের কর্ণ নিজেদের রবের প্রিয় ডাক শ্রবন করে না এবং তাহারা নিজেদের প্রভুর প্রেমের সুঘ্রাণ লাভ করে না। যদি এই সকল লোক ঘৃণার প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা ইহার কি পরওয়া করি?

সুতরাং তোমরা দোওয়া কর। একাজ তোমাদের। তোমরা ভালবাসার সহিত দুনিয়ার অন্তর জয় করার চরম প্রচেষ্টা করিতে থাক। ইহাই তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ এবং যখন তোমরা (এবং নিশ্চয়ই তোমরা) তোমাদের রবের ভালবাসা অন্তরে আহরণ করিতে সক্ষম হইবে, তখন দুনিয়ার সকল বস্তু তুচ্ছ হইয়া যাইবে। তাহাদিগকে ভয় করা দূরে যাউক তাহারা কোন উল্লেখেরই বস্তু নহে।

আমি ইতিপূর্বে যরূপ বলিয়াছি দুই একটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সকল পত্রিকায় এই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে, এবং দেশের কোনায় কোনায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ইহাতে আহমদী বন্ধুগণ ভাবিয়াছে যে, তাহাদের এখন মরকজ হইতে হেদায়েত লওয়া প্রয়োজন যে, তাহাদের

প্রতিক্রিয়া কি হইবে। সেই জন্য অসুখ সত্বেও আমি আজ এখানে আসিয়াছি।

একজন আহমদীর সহিহ্ মোকাম কি, তাহা আমি আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চাই। আপনারা দোওয়া করুন এবং এই মোকামে মজবুত ভাবে কায়েম থাকুন। কারণ আমাদের জন্য যে ওয়াদা আছে এবং আমাদিগকে যে শুভ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, উহা এই শর্তে যে, খোদাতায়ালা আমাদিগকে যে মোকামে খাড়া করিয়াছেন, উহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই এবং উহাকে পরিত্যাগ না করি। আল্লাহ্তায়ালার আঁচলকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে হইবে। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ভালবাসিবে। নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। নিঃস্বার্থ খেদমতে সদা অগ্রগামী থাকিবে। এই ভাবে আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে হইবে। যখন দুনিয়া আমাদের ভালবাসাকে গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবে, তখন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এই এলহামকে স্মরণ করা —"এসো নামাজ পড়ি এবং কেয়ামতের দৃশ্য দেখি" এবং একান্ত বিনয়াবনত হইয়া আল্লাহ তায়ালার রহমতকে আকর্ষণ করা এবং রব্বে করীমের দিকে বিভোর হইয়া ঝুঁকিয়া কাদের এবং পরাক্রমশালী খোদার ক্রোধের মহান নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করা আমাদের জন্য ফরজ হইবে। এইরূপ অবস্থায় আমাদের দোওয়া হইবে, হে রহীম খোদা! আমাদিগকে মকবুল দোয়া করিবার তৌফিক দাও, যদ্বারা, অন্ধকাররাশি যেন আলোকে পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং দুনিয়া

و اشرقت الارض بنور ربها

অর্থাৎ "যমীন তাহার রবের নূরে সমুজ্জল হইয়া উঠিবে" এই দৃশ্য দেখিতে থাকে। আল্লাহুম্মা আমীন।

অনুবাদ—মৌঃ মোহাম্মাদ

দোওয়ার আবেদন

মৌলভী আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বীকে আল্লাহ্তায়ালা বিগত ২০শে জুলাই, ৭৩ইং তারিখে এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। তিনি পাক্ষিক আহ্মদীর সাহায্য বাবদ ১০৲ টাকা দান করিয়া সকলের নিকট দোওয়ার আবেদন জানাইতেছেন, আল্লাহতায়ালা যেন এ নবজাতকে দীর্ঘায়ু দান করিয়া নেক ও খাদেমে-দীন করেন।—আমীন!

আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের নিদর্শন

আহমদীয়া আর্ট প্রেস

ইদানিং প্রেসের অসুবিধার জন্য আমাদের প্রকাশনার কাজ বড়ই বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি জামাতের একমাত্র মুখপত্র পাক্ষিক "আহমদী" পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে বাহির হইতে থাকিয়া অবশেষে গত কয়েক মাস উহার প্রকাশনা বন্ধ হইয়াছিল। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য মহদয় পাঠকগণের নিকট আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অবশেষে অবস্থা যখন সংকট সীমায় পৌঁছিল এবং একটি নিজস্ব প্রেসের প্রয়োজন বড় গভীরভাবে অনুভূত হইল, তখন আকাশ হইতে আল্লাহ্ তায়ালার ফযল নাজেল হইল এবং তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহে একটি কার্যোপযোগী প্রেস দিলেন। সকল প্রশংসা তাঁহার জন্য।

গত সালানা জলসা উপলক্ষে সারা দেশের ভ্রাতাগণ প্রেসের জন্য স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হইয়া প্রয়োজনীয় সম্যক টাকা ডোনেশান দ্বারা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জলসার সময়েই প্রায় ৫০০০৲ টাকার ওয়াদা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। প্রেস খরিদ করিতে ও বহন করিয়া আনিতে খরচ-পত্র সব মিলাইয়া প্রায় ৪০০০০৲ টাকা লাগিয়াছে। প্রেসটি বসাইতে ও অপরাপর খরচে আরও প্রায় ৫০০০৲ টাকা লাগিয়াছে। এই টাকা আঞ্জুমনের রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে। প্রেসটিকে আরও উন্নত করিতে প্রায় আরও ২০০০০৲ টাকা লাগিবে।

অপরাপর দেশের আহমদী ভ্রাতাগণের ন্যায় আমাদের দেশের ভ্রাতাগণও আল্লাহতায়ালার ফজলে কুরবানীতে পশ্চাদপদ নহেন। ইহা আমরা গত বৎসর লাজেমি চাঁদা ও জলসার জরুরী চাঁদার ব্যাপারে দেখিয়াছি। তাঁহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আশাতিরিক্ত চাঁদা দিয়াছেন। সুতরাং এই প্রেসের জন্যও বন্ধুগণ তাঁহাদের হৃদয় প্রসারিত করিয়া মুক্ত হস্তে চাঁদা দিবেন, যাহাতে আঞ্জুমনের রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকা পূর্ণ করা যায়। বন্ধুগণ জানেন জামাতের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানের আহমদীগণ বড় বড় কুরবানী করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার ফযল লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক রেডিও ষ্টেশনের জন্য সমস্ত খরচ বহনের ভার নাইজিরীয়ার এক মহিলা ভগ্নী একা গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গলার আহমদীগণকে এই কুরবানী সম্মুখে রাখিয়া আগাইয়া আসিবার আল্লাহ্তায়ালা তৌফিক দিন।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর তবলীগকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছান আহমদীগণের দায়িত্ব। বাংলাদেশের প্রান্তে প্রান্তে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর তবলীগকে পৌঁছান আমাদের কাজ। ইহার জন্য প্রেস বড় জরুরী যন্ত্র। ইহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বাহু স্বরূপ। যাঁহারা এই বাহু স্থাপনে যথাযোগ্য অবদান পেশ করিবেন ; আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাদের হৃদয়, গৃহ ও পরিজনবর্গকে অশেষ কল্যাণে ভূষিত করিবেন।

পূর্বেও আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এক প্রেস দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উহা বিক্রয় হইয়া যায়। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আমাদের একান্ত বিনীত এবং সকাতর নিবেদন যেন তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন এবং এবারকার তাঁহার দানকে তিনি যেন স্থায়ী করিয়া দেন এবং ইহাকে বরকতময় করেন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদিগকে তৌফিক দিন যেন আমরা বে-নফ্স হইয়া এই প্রেসের মাধ্যমে তাঁহার সেলসেলার সহিত্ খেদমত করিতে পারি এবং তাঁহার বান্দাগণের নিকট প্রেমভরা হৃদয়ে তাঁহার বাণী পৌঁছাইয়া দিতে পারি। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার সকল বান্দাকে ক্ষমা করুন, তাহাদের হৃদয়ের দ্বারকে সত্য বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিন এবং তাহারা যেন সত্যের আশ্রয়ে আসিয়া নিজেদের হৃদয়কে আল্লাহ-তায়ালা ও তাঁহার মাহবুব খাতামান্নবীয়ীন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেমের জ্যোতিতে সমুজ্জল করিয়া লইয়া সর্বময় পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের অধিকারী হয়।—আমীন !

বিনীত—
মোহাম্মাদ
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া

★

দোওয়ার আবেদন

সাতক্ষীরা কলেজের বি, এস-সি ছাত্র মোঃ আবদুস্ সামাদ দীর্ঘদিন যাবৎ পীড়িত আছেন, তিনি সকল ভ্রাতার নিকট দোওয়ার আবেদন জানাইতেছেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে দ্রুত আরোগ্য দান করেন এবং আসন্ন বি, এস-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার তৌফিক দেন।

একটি দুঃসংবাদ এবং দোওয়ার আবেদন

কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত ৫/৭/৭৩ তারিখের "সাপ্তাহিক বদর" পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাটালা সাবডিভিশনের এক উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর সাহায্যে কাদিয়ানে তাহার আত্মীয়গণ আহমদীয়া জামাতের ঈদগাহ ও পুরাতন কবরস্থানের বেহুরমতি করিতেছে। লণ্ডনের মুকাররাম মোহাম্মাদ আবদুল করিম সাহেবের প্রকাশিত পত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, কাদিয়ানের পুরাতন কবরস্থান যেখানে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আম্মাজান সমাহিত, সেই কবরস্থানের বেশীর ভাগ অংশের কবরগুলিকে ইতিমধ্যেই ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ইটসমূহ উঠাইয়া দূরে জমা করা হইয়াছে এবং উক্ত অংশকে সরজমিন করিয়া হাল চালাইয়া চাষোপযোগী করা হইতেছে এবং অপরাপর কবরসমূহকেও ভাঙ্গা হইতেছে। উহার পার্শ্বস্থ আহমদী জামাতের ঈদগাহকেও হাল চালাইয়া চাষোপযোগী করা হইয়াছে। ঈদ-গাহের কেবল একটি নিশান বাকি আছে। উহা হইল ইমামের খাড়া হইবার জায়গার দেওয়াল। আবাদ উপযোগী করা জমিনে পানি সিঞ্চনও করা হইয়াছে। এই সকল ঘটনা গত ডিসেম্বর মাসে নজরে আসে। ইদানিং সাহেবজাদা মির্যা ওসীম আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের জামাতের একটি প্রতিনিধিদল পাঞ্জাবের চীফ মিনিষ্টার ও ভারতের প্রধান মন্ত্রি মিসেস ইন্দিরা গান্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। জলন্ধরের দৈনিক পত্রিকা "প্রতাপ" তাহাদের ৫/৬/৭৩ তারিখের সংখ্যায় দুঃ সংবাদটি দিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে যে, যখন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সদা এই নীতি রহিয়াছে যে, তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল হক সংরক্ষণ করিবে, তখন উক্ত নীতির বিরুদ্ধে একজন উচ্চ পদস্থ অফিসারকে কেন বাটালায় নিযুক্ত করিয়া এবং বহাল রাখিয়া কাদিয়ানে তাহার আত্মীয়-গণের দ্বারা এই শান্তিকামী বিশ্ব-মযহাবী জামাতকে পেরেশান করা হইতেছে।

বন্ধুগণ বিশেষ দোওয়া করুন যেন আল্লহ্-তায়ালা সেখানকার হুকুমতকে সহি পথে চলার তৌফিক দেন এবং আমাদের পবিত্র স্থানগুলির যথা যোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেন।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চতুর্থ বার্ষিক ইজতেমা

ও

প্রথম তালীম-তরবিয়তি ক্লাশ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার চতুর্থ বার্ষিক ইজতেমা ইনশাআল্লাহ্ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখ রোজ শনিবার ও রবিবার ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক মজলিসের খোদ্দাম এবং আতফালকে এই মহান ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য আহ্বান জানান হইতেছে। এই ইজতেমার সময় আগামী দুই বৎসরের জন্য 'সদর মজলিসে মূলক' এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

ইজতেমার পরবর্তী দিবস অর্থাৎ ১৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে সপ্তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় তালীম-তরবিয়তি ক্লাশ শুরু হইবে, ইনশা-আল্লাহ্। এই ক্লাশে প্রত্যেক মজলিস হইতে কমপক্ষে দুইজন প্রতিনিধির যোগদান করা আবশ্যক।

সর্বোপরি ইজতেমা এবং তরবিয়তি ক্লাশের সফলতার জন্য সকলের পূর্ণ সহযোগিতা এবং দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
মো'তামাদ (সাধারণ সম্পাদক)
বাংলাদেশ মজলিসে
খোদ্দামুল আহ্মদীয়া।

★

"যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতি সংশোধিত হইতে পারে না।"
—হযরত মুসলেহ মাউদ (রাঃ)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Comentary of the Holy Qur'an		Tk.	8 00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadiat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3 00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0 62
Attitude of Islam Towards Communism	Moulana A.R.Dard (R)	,,	1.00
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ	টাকা	১.২৫
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্মদ	,,	২.০০
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈসা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া ঃ—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪ নং বক্সি বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*